আজকের কাগজ

82

তারিখ 04 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সাধারণ ছাত্র—ছাত্রীদের মাঝে আতংক

শিবিরের অস্ত্রের মুখে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগ করছে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ঃ ইসলামী ছাত্র-শিবির চট্টগ্রামে আবারো খুনোখুনি খেলায় মেতে উঠেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে তাদের ক্যাডার বাহিনী। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতা-কর্মীরা অনেক আগেই চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ত্যাগ করেছে। ছাত্র-শিবির ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের "টাম কার্ড" হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করে আসছিলো। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ছাত্রদল ছাত্র-শিবিরকে সমর্থন না করায় শিবিরকর্মীরা ছাত্রদলের উপরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারই প্রেক্ষিতে তারা চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ছাত্র দল নেতা-কর্মীদের মরধোর করে বের করে দেয়। ছাত্রদল ও ছাত্র-শিবিরের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধ হয়। এ সময় উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। বেশকিছু গাড়িও ভাংচুর করা হয়। সমগ্র চম্পুরা, চকবাজার, জামাল খাঁন সড়কে ৩ ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

গতকাল সোমবার সকালে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীরা চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসে গেলে তাদের কয়েকজন ছাত্রকে শিবিরকর্মীরা প্রহার করে। এদের মধ্যে রয়েছেন, ছাত্রদলের মহিউদ্দিন, বেলাল ও ছাত্রলীগের মুরাদ, ফরহাদ ও লিটন। স্বপ্না নামের জনৈকা ছাত্রীকে শিবির কর্মীরা লাঞ্ছিত করে ও পরে অস্ত্রের মুখে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের ক্যাম্পাস ত্যাগে বাধ্য করে। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রচন্ড আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা যে কোনো সময়ে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা করছে।

ছাত্রলীগ (ম-ই) ও ছাত্রদল চট্টগ্রাম কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিরাপত্তা, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও আচরণবিধি প্রণয়ন করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এদিকে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গতকাল কলাভবনের সামনে শিবিরকর্মীরা তপন নামের একজন ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীকে প্রহার করার চেষ্টা চালালে কয়েকজন ছাত্রী চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। পরে সাধারণ ছাত্রও কয়েকজন ছাত্র নেতার হস্তক্ষেপে সে শিবির কর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।